যুগান্তর

তারিখ 15 JAN 2013
পৃষ্ঠা 21 কলাম 2

ভাষাশহীদ সালামকে নিয়ে জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে তথ্যবিভ্রাট

দাগনভূঞা প্রতিনিধি

দেশ ও জাতির কৃতী সন্তান, দাগনভূঞার ভাষা শহীদ আবদুস সালামকে নিয়ে পাঠ্য পুস্তকে তথ্য বিভ্রাটে সর্বত্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। মাতৃভাষা আন্দোলনে লড়াকু সৈনিক সালামকে নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের এহেন গাফিলতিতে ইচ্ছাকৃত স্পর্শকাতর বিষয়ে তথ্য পরিবেশনে পুরো ফেনী জেলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। অচিরেই সঠিক তথ্য পরিবেশন করার দাবি করেছে জেলার ও ভাষা শহীদের উপজেলা দাগনভূঞার সর্বস্তরের মানুষ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই' এর ১৮ পৃষ্ঠায় ভাষা শহীদদের কথা প্রবন্ধে ভাষা শহীদদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ অংশে ২০ পৃষ্ঠায় ভাষা শহীদ আবদুস সালামের বাড়ি নোয়াখালী জেলায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ভাষা শহীদ আবদুস সালামের গ্রামের বাড়ি মূলত ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার মাতুভূঞা ইউনিয়নের সালাম নগর তথা লক্ষণপুরে। এখানে ভাষা শহীদ সালাম কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারের কোটি টাকা ব্যয়ে সালাম জাদুঘর ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১২ সালেও ভাষা শহীদদের ছবির কাতারে আবদুস সালামের ছবি পরিবেশন করা হয়নি। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বারবার ভাষা শহীদ সালামকে নিয়ে এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করায় দাগনভূঞাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

এমন গর্হিত কাজটি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে যেমন রেখাপাত করছে তেমনি আহত করছে সালাম পরিবারসহ সর্বস্তরের মানুষকে। ভাষা শহীদ সালাম স্মৃতি পরিষদের সভাপতি সাংবাদিক শাহাদাত হোসাইন জানান, সালামের স্মৃতি অমর করে রাখার প্রত্যয়ে যেখানে বিভিন্ন দাবি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি সেখানে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিদারুণ তথ্যবিভ্রাট আমাদের আহত করেছে। ভাষা শহীদ সালামের জন্মস্থলে অবহেলা ও উপেক্ষায় এমনিতেই ক্ষোভ রয়েছে উপরন্তু বারবার তাকে নিয়ে তথ্য বিভ্রাটের জন্য তিনি জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তাদের অপসারণসহ শাস্তির দাবি করেছেন।